# দেশ অর্থনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে ২০১৯ সালে : স্মৃতি ইরানি

**স্টাফ রিপোর্টার:** কৃষিক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে চলেছে। এখন দেশের কৃষকরা নতুন দিশা পাচ্ছেন। কৃষির পাশাপাশি শিল্প ক্ষেত্রেও দেশ এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে। স্বাধীনতার পর এখন ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। দেশের আর্থিক উন্নয়নের হার এখন বিশ্বের মধ্যে ভারত উল্লেখজনক স্থানে রয়েছে।

শনিবার কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে এমসিসিআই-এর ১১৭তম বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি একথা বলেছেন। বণিকসভার এই অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সদস্যদের সমর্থন আদায় করে নেওয়াটাই তার মূল লক্ষ্য। আর সেই কাজে তিনি দারুণভাবে সফল হয়েছেন। সদস্যদের মন জয় করে নেওয়ার জন্য স্মৃতি ইরানি বলেছেন, আমি শুনেছি, আপনাদের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা নিয়ে আপনারা দিল্লি আসুন। আমি কমিশনারকে বলে রাখব। প্রয়োজনে আমিও থাকব। সমস্যা সমাধান করে বস্ত্র শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের লক্ষ্য।

মন্ত্রীর এই বক্তব্য উপস্থিত বণিক বহলের সদস্যদের যে আকৃষ্ট করেছে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্মৃতি ইরানি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি আর্থিক ক্ষেত্রেও এগিয়ে চলেছে। ২০১৯ সলে পৃথিবীর ৬টি বৃহত্তম দেশের মধ্যে ভারতের স্থান থাকবে ওপরের দিকে। এদিনের সভায় এসসিসিআই-এর সভাপতি রমেশ আগরওয়াল বণিকসভার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ও সমস্যার দিক তুলে ধরেন।

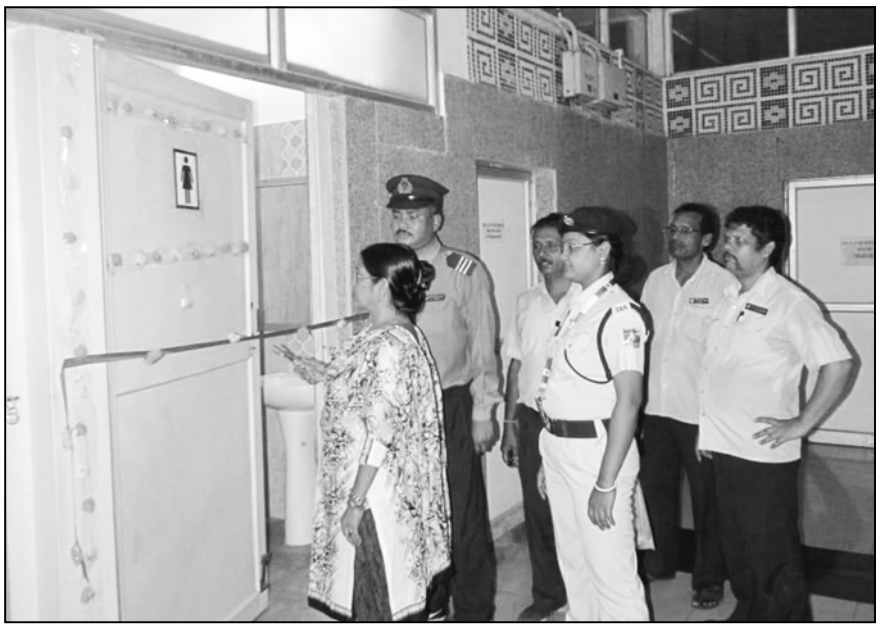

*স্বচ্ছ প্রসাধন দিবস উপলক্ষে শনিবার শহিদ ক্ষুদিরাম এবং নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনে একটি মহিলাদের জন্য এবং একটি পুরুষদের জন্য শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হয়।*

# খুব শীঘ্রই বাণিজ্য স্বাভাবিক হবে আশা জিরো পয়েন্টের ব্যবসায়ীদের,

**নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর:** ভারত-চিনের সীমান্ত বাণিজ্য। দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে ২০০৬ সালের জুলাই মাসে সিকিমের নাথু লা সীমান্ত দিয়ে শুরু হয়েছিল বাণিজ্য। গত বছরের জুন মাসে ডোকালাম নিয়ে দু'দেশের সেনার মধ্যে যে চাপানউতোর শুরু হয়েছিল, তার জেরে ব্যাহত হয়েছে বাণিজ্য। ডোকালাম জটিলতার পর এক বছর পার হয়ে গেলেও, এখনও স্বাভাবিক হয়নি দু'দেশের বাণিজ্য প্রক্রিয়া। শুল্ক দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত ২০১৬ সালে দু'দেশের মধ্যে যে পরিমার পণ্য আমদানি ও রতফানি হয়েছিল, তার তুলনায় ২০১৭ সালে আমদানি ৯৫ শতাংশ এবং রতফানি কমেছে ৯০ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালের চিনে পাঠানো হয়েছিল ৬৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৮ টাকার পণ্য। সেখান থেকে এপারে এসেছিল ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৮১ টাকার সামগ্রী। ডোকা লা'র জটিলতার জেরে গত ২০১৭ সালে আমদানি ও রফতানির সেই পরিমাণ এক ধাক্কায় কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ কোটি ২ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ এবং ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৭৫ টাকায়। শুল্ক দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদেশের পণ্য চিনে যতটা রফতানি করা হয়, তার চেয়ে বেশি আমদানি করা হয়। কিন্তু নাথু লা সীমান্তের চিত্রটা ঠিক বিপরীত। এই সীমান্ত দিয়ে আদদানির চেয়ে বেশি পণ্য রফতানি করেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। প্রতি বছরের মে থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে এই বাণিজ্য প্রক্রিয়া। নাথু লা সীমান্ত থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের সাত কিলোমিটার ভিতরে শেরাথাং স্থল শুল্ক কেন্দ্রে নিজেদের পণ্য বিক্রি করতে আসেন চিনা ব্যবসায়ীরা। একইভাবে নাথু লা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে আট কিলোমিটার। ভিতরে তিব্বতের রিনচেনগাং শুল্ক কেন্দ্রে গিয়ে পণ্য বিক্রি করতে হয় ভারতীয় বণিকদের। প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলে এই বাণিজ্য প্রক্রিয়া। সিকিম সরকারের শিল্প-বাণিজ্য দফতরের প্রধান সচিব উজ্জ্বল রাইয়ের কথায়, ডোকালামের জেরে সীমান্ত বাণিজ্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার প্রমাণ রয়েছে শুল্ক দফতরের পরিসংখ্যানেই। বাণিজ্য নিয়ে সমানভাবে আগ্রহী দু'দেশের ব্যবসায়ীরা। খুব শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যায়।

# আমেরিকা-ইউরোপ সহ ২৭টি দেশে বাংলার দুর্গাপুজোকে ব্র্যান্ডিং করবে রাজ্য

**স্টাফ রিপোর্টার:** দুর্গাপুজোকে এবার সরকারিভাবে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায় রাজ্য সরকার। চলতি বছরেই তারা ২৭টি দেশে দুর্গাপুজোর 'ব্র্যান্ডিং' করবে। সেই তালিকায় যেমন আছে আমেরিকা বা ইউরোপ, তেমনই থাকছে এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ। জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে বিপুল টাকা খরচ করা হবে। তৈরি হবে ভিডিও। গোটা বিষয়টি নিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কোন পথে সেই ব্র্যান্ডিং হবে, তার ব্লু প্রিন্ট এই সপ্তাহেই চূড়ান্ত করার কথা পর্যটন দফতরের। পৃথিবী জুড়ে বাঙালির ঘরবাড়ি। তাই দুনিয়ার কোণে কোণে শরৎকালে সমাদর পান দেবী দুর্গাও। সেই সুবাদে ভিন দেশের বাসিন্দারাও কিছুটা ছুঁয়ে দেখতে পারেন বাঙালির এই মহাপার্বণকে। কিন্তু বাংলার বুকে পুজোর জমকালো আয়োজনের সঙ্গে তার মিল নেই কোথাও। কলকাতা তো বটেই, রাজ্য জুড়ে পুজোর যে মেজাজ, তার স্বাদ পেতে হলে আসতেই হবে বাংলার আঙিনায়। আগামনির আগে এবার ভিনদেশি পর্যটকদের উদ্দেশে সেই আগমবার্তাই পৌঁছে দিতে চায় রাজ্য সরকার। পুজোর নিজস্ব জাঁকজমকের পাশাপাশি বিসর্জনপর্বকে আরও রঙিন করতে গত কয়েক বছর ধরে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। দুর্গাপুজো কার্নিভ্যাল নামের সেই আয়োজন রীতিমতো তাক লাগানো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত থেকে সেই অনুষ্ঠানের দেখভাল করেন। রেড রোডের সেই কার্নিভ্যালে হাজির হতে দেখা গিয়েছে বিদেশিদেরও। পুজোর সেই উদ্‌যাপনকেই এবার নতুনভাবে তুলে ধরতে চায় পর্যটন দফতর। শুধু যে টিভিমুখী বিপণনকেই তাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের হাতিয়ার করছে, তা নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে যে নামি সংস্থাগুলি প্যাকেজ ট্যুর করায়, তাদের সঙ্গেও ইতিমধ্যেই দফতর কথা বলেছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের নিজস্ব ম্যাগাজিনেও থাকবে পুজোর বিজ্ঞাপন। বাংলার পুজোকে তুলে ধরতে যেমন আন্তর্জাতিক বিপণনে নামছে রাজ্য, তেমনই পুজোকে আবার নিজেদের প্রচারের হাতিয়ারও করছে পর্যটন দফতর। এবার কলকাতার নির্দিষ্ট কয়েকটি ডাকসাইটে পুজো প্যান্ডেলে তারা নিজেদের ব্র্যান্ডিং করবে। যাঁরা প্যান্ডেলে ঘুরে প্রতিমা দর্শন করবেন, তাঁদের জন্য থাকবে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি পর্যটন সংক্রান্ত বাড়তি তথ্য। মণ্ডপেই থাকবেন দফতরের কর্মীরা, যাঁরা বাংলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা পর্যটন ক্ষেত্রগুলির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবেন। থাকবে প্রচার-পুস্তিকাও।

## শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে বাগান তৈরি করল পূর্ব রেল

**স্টাফ রিপোর্টার:** যাত্রীদের চোখ এবং মনের কথা ভেবে শিয়ালদা স্টেশনে 'উল্লম্ব' বা 'ভার্টিকাল' বাগান তৈরি করেছে পূর্বরেল। ট্রেন বা বাস যাত্রায় ক্লান্ত যাত্রী এখান থেকে জোগাড় করে নিতে পারবেন মন ভাল করার উপাদান। গাছগুলি লাগাতে ব্যবহার করা হয়েছে টিউব বোর্ড। মাটি থেকে ১৮ ফুট উঁচুতে বোর্ডের ওপরে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার নানা রঙের গাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে এই বাগান। এটি লম্বায় ১১০ ফুট। এই বাগান তৈরিতে এক দিকে যেমন সবুজের বিষয়টি ভাবা হয়েছে, তেমনই ভাবা হয়েছে পরিবেশ থেকে দূষিত গ্যাস শোষণের বিষয়টিও। পূর্বরেলের একটি সূত্রে জানা গেছে, বাগান তৈরির সময় এমন কিছু গাছ বাছা হয়েছে, যারা বেশি করে জলীয় বাষ্প ছাড়বে। ফলে পরিবেশে অক্সিজেনও বাড়বে। টিউব বোর্ডের মাধ্যমেই গাছে জল দেওয়া হচ্ছে বলে পূর্বরেল সূত্রে জানা গেছে। যেখানে টিউবের গায়ে ফুটো দিয়ে সার-মিশ্রিত জল গাছের গোড়ায় গিয়ে পড়বে। সারা বছর গাছে জল দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে বৃষ্টির জল। প্রয়োজনে পাইপ দিয়েও জল ছেটানো যাবে। বাগানে 'ব্যাম্বু পাম, স্পাইডার প্ল্যান্ট, 'রবার ফিগ'-সহ পরিবেশ পরিস্রুত করার কাজে লাগে এরকম বেশ কিছু গাছের ব্যবহার করা হয়েছে। শোভাবৃদ্ধি করতে বাগানের মাঝে লাগানো হয়েছে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। বিষয়টির অভিনবত্ব নিয়ে খুশি হয়েছেন যাত্রীরাও। তাঁদের মতে, এই জায়গাটি একেবারেই অন্য রকম। চারপাশে এত ধূলিকণা এবং ধোঁয়ার মাঝে এই ঝুলন্ত বাগানটি যেন 'মরূদ্যান'।

## বছরের শুরুতেই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

**নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর:** আগামী বছরের শুরুতেই ধর্মঘট। ২০১৯-এর জানুয়ারিতেই অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (এআইবিইএ) অধীনস্থ সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মীরাই দু'দিন ব্যাপী ধর্মঘট করতে চলেছেন। এমনটাই জানিয়েছেন ইউনিয়নটির প্রধান। এআইবিইএর জেনারেল সেক্রেটারি সি এইচ বেংকটাচলাম জানাচ্ছেন, শুক্রবার দিল্লিতে দ্য ন্যাশনাল কনভেনশন অফ ওয়ার্কসের নেওয়া সিদ্ধান্তের তথ্য অনুসারে ৮ ও ৯ জানুয়ারি (২০১৯ সাল) অর্থাৎ মঙ্গল এবং বুধবার এআইবিইএ-এর সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মী দুই দিনের এই ধর্মঘটে যোগ দিতে চলেছেন। ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের মিলিত উদ্যোগেই দ্য ন্যাশনাল কনভেনশন অফ ওয়ার্কার্সের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়। আইএএনএসের তথ্য অনুসারে, সেই প্রতিবাদের একটি অংশ হল জানুয়ারির দুই দিন ব্যাপী ধর্মঘট।

# ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে : জেটলি

**নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর:** দেউলিয়া আইনবিধি, অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) ব্যবস্থা, বিমুদ্রাকরণ এবং ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে আর্থিক দক্ষতা এবং ঝুঁকি আরও ভালভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের যে বিশাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বার্ষিক পর্যালোচনা বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, সরকারের এই সব উদ্যোগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের কাছাকাছি হওয়া উচিত। ব্যাঙ্কগুলিকে দেশের অর্থনীতির জীবনরেখা হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, বর্ধনশীল অর্থনীতির ঋণের চাহিদা মেটাতে ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

দেউলিয়া আইনবিধির সদর্থক প্রভাবের কথা তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী জেটলি দেশের ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালগুলির দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন। ঋণ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার মাধ্যমে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করা দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সাধারণ পরিস্থিতি নিয়ে ধারণা বর্তমানে অনেকটা সদর্থক হয়েছে কারণ, ঋণ প্রদান, আদায় এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উৎসাহব্যাঞ্জক ফলাফল দেখা গেছে। তিনি দেউলিয়া বিধিতে সংশোধনের সদর্থক ফলাফলের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই ব্যাঙ্কগুলি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করে। তিনি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি সমস্ত ব্যাঙ্ককে পরিচ্ছন্নভাবে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ঋণ প্রদানের পরামর্শ দেন। প্রতারণা এবং ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও অর্থমন্ত্রী বলেন।

*ডিএসপির উদ্যোগে মানব সংশোধন বিকাশ কেন্দ্র সম্মেলনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল শনিবার।*

## নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমার নিয়মে ব্যাঙ্কগুলিকে ছাড় আরবিআই-এর

**স্টাফ রিপোর্টার:** বাধ্যতামূলক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখার নিয়মে ব্যাঙ্কগুলিকে ছাড় দিল আরবিআই। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে আরবিআই বলেছে, অনাদায়ী ঋণের শর্তাবলি বা লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও নর্মস শিথিল করা হয়েছে। তার ফলে ব্যাঙ্কগুলিকে অনাদায়ী ঋণের জন্য সরকারের কাছে যে টাকা জমা রাখতে হয় বা স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও রিজার্ভ (এসএসআর)—এ দুই শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। দেশের অন্যতম বড় ঋণদানকারী কোম্পানি গত মাসে ঋণ খেলাপ করার ফলে অনাদায়ী ঋণ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু সমসযা মেটেনি। এর সঙ্গে বন্ড এবং টাকার দামের পতনে বিনিয়োগকারীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও প্রকট হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় রফতানিতে যে শুল্ক বৃদ্ধি করেছে সরকার তাতে বন্ড এবং মুদ্রা বাজারে লাভ হবে বলেই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বুধবার ৮.০৭ শতাংশে বন্ধ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার ১০ বছরে বেঞ্চমার্কে বৃদ্ধি ২ বেসিস পয়েন্ট পড়েছে। ডলার প্রতি টাকার দাম সামান্য উঠে এদিন হয়েছে ৭২.৪৫ টাকা। বুধবারও যা ছিল ৭২.৬৩ টাকা। কিন্তু এ বছরে এখনও পর্যন্ত ১২ শতাংশ নেমেছে টাকার দাম। তবে আরবিইআই-এর এই পদক্ষেপের ফলে তারা আস্থা ফিরে পেয়েছে বলে জানিয়েছে বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি।

## ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের আগস্ট মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের মাসিক পর্যালোচনা

**নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর:** ২০১৮ আগস্ট মাস পর্যন্ত ভারত সরকারের মাসিক আয়-ব্যয়ের বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ১০,৭০,৮৫৯ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর বাজেটের ৪৩.৮৫ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে ৯,৩৮,৪৬১ কোটি টাকা রাজস্ব খাতে এবং ১,৩২,২১৮ কোটি টাকা মূলধনী খাতে ব্যয় হয়েছে। রাজস্ব ব্যয়ের ২,১৯,১১১ কোটি টাকা প্রধান সুদ প্রদান এবং ১,৭০,৬১৭ কোটি টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানের জন্য দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮-র আগস্ট পর্যন্ত ৪,৭৯,৫৬৮ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর বাজেটে মোট অনুমিত আয়ের ২৬.৩৮ শতাংশ) আয় করেছে। মোট আয়ের মধ্যে ৩,৬৬,২১৬ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে কর রাজস্ব হিসাবে, ৯৮,৩৩২ সংগৃহীত হয়েছে কর বহির্ভূত রাজস্ব হিসাবে এবং ১৫,০২০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে ঋণ বহির্ভূত মূলধন হিসাবে। এই ঋণ বহির্ভূত মূলধনের মধ্যে রয়েছে ৫,৫৯৬ কোটি টাকা আদায়কৃত ঋণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ করে ৯,৪২৪ কোটি টাকা। এই সময়কালে ২,৬৭,৩০২ কোটি টাকা রাজ্য সরকারগুলিকে সংগৃহীত করের অংশ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের তুলনায় এই পরিমাণ ২৬,৩৯০ কোটি টাকা বেশি।

**NOTICE INVITING QUOTATION. NO. 476/DLC/RAI/2018-19**

NIQ is being invited by the Assistant Labour Commissioner, Uttar Dinajpur, details of which may be had from this office Notice Board during the office hours.

**Sd/-**
**Assistant Labour Commissioner,**
**Raiganj, Uttar Dinajpur.**

**NOTICE**

**IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT DELEGATE (CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION) MISC JUDICIAL (SUCCESSION) CASE NO. 06/2018. SRI ARUN SAHEWALA** ..... Petitioner. IT IS HEREBY PUBLISHED that Sri Arun Sahewala, Son of Late Mohan Lal Sahewala, resident of Bidhannagar, Post Office Bidhannagar, Police Station Phansidewa, District Darjeeling has filed an application u/s. 276 of Indian Succession Act, 1925 praying for grant of probate of the Will of Late Bhagawati Devi Sahewala, Wife of Late Mohan Lal Sahewala, resident of Bidhannagar, Post Office Bidhannagar, Police Station Phansidewa, District Darjeeling. Any Person having any interest in the property left by said Late Bhagawati Devi Sahewala may appear before the Ld. Court by self or through Lawyer on 12-10-18 at 10.30 A.M. and file objection, if any, in default the matter shall be heard and determined ex-parte.

**By Order**
**Phulchand Thakur**
**28.09.18**
**Sherestadar**
**Civil Judge (Jr./Sr.) Division Siliguri**

**NIT NO.4 OF 2018-19 OF EE/MDD**

On behalf of the Governor, West Bengal , sealed tenders are invited by the Executive Engineer , Mograhat Drainage Division from the Bonafide Outsiders for 3 Nos. of Maintenance & Repair Works in the District of South 24 Parganas . Last date of receiving application =04.10.2018 up to 2.00 P.M. Details may be had from the office of the undersigned on working days during office hours or on web site www.wbiwd.gov.in

**Sd/-**
**Executive Engineer**
**Mograhat Drainage Division**
**Baruipur , South 24 parganas**

**NOTICE INVITING TENDER NO.– 04 of 2018-19 of CDOSD-I**

Sealed Tenders are invited by the Sub- Divisional Officer, Calcutta Drainage Outfall Sub-Division No. – I , Jalasampad Bhawan (6th Floor), Salt Lake, Kolkata 700091 for the following works :- 1. Clearing and removing water hyacinth including solid or semi-solid compact mass and clearing jungles from ch. 16.00 to ch. 50.00 of T.H.C. upto 31st March, 2019 under Calcutta Drainage Outfall Sub- Division No.-I under Calcutta Drainage Outfall Division during year 2018-19. Amount put to tender= Rs. 2,89,664.00 , 2. Emergent restoration of right bank of T.H.C. Channel from ch. 40.00 to ch. 41.00&ch. 46.00 to ch. 48.00 under Ward No. 57 of KMC. In P.S.- Tangra under Calcutta Drainage Outfall Sub Division No-I of Calcutta Drainage Outfall Division during 2018-19. Amount put to tender= Rs. 2,90,098.00, 3. Strengthening of Left Bank of DWF channel in between ch. 125.00 to ch. 135.00 and Right Bank in between ch. 175.00 to ch. 185.00 under CDO Sub-Divn. No.-I of Calcutta Drainage Outfall Division during 2018-19. Amount put to tender= Rs. 2,87,984.00 , 4. Emergent restoration of canal left bank of S.H.C. from ch. 233.00 to ch. 235.00 under Ward No. 108 of KMC. In P.S.- Anandapur under Calcutta Drainage Outfall Division during 2018-19. Amount put to tender= Rs. 2,91,341.00 Last date of Application = 03.10.2018 till 2.00 P.M. and Date of dropping and opening = 09.10.2018 and other details of this notice may be obtained from office of the undersigned.

**Sd/-**
**Sub-Divisional Officer**
**Calcutta Drainage Outfall Sub- Division No. – I**